



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 01 - 12

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

লোকদেবী মনসা ও চণ্ডী'র বাণিজ্যিকীকরণের চিত্র : একটি পর্যালোচনা

ড. শিল্পা মণ্ডল

SACT, ইতিহাস বিভাগ

দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস্, রাসবিহারী অভিনিউ, কলকাতা

Email ID: mondalshilpa300@gmail.com

 0009-0001-1693-0347

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Manasa, Candi,
Commercialization,
Fare, Palagaan,
Cinema, Flok art,
Flok Paintings.

Abstract

'Manasa and Candi' are known as popular flok goddesses of rural Bengal. These deities are worshiped based on faith and fear in the different parts of Bengal. Despite being established as deities in 'Mangalkavya' they assume different names in different parts of Bengal. In Markandeya and Brahmavaivarta Purana, both deities have lineage to Purana, but in Mangalkavya they are mostly flok goddesses. In Floklöre their appearances are contains both 'Purana' and 'Flok' identities. In Manasamangal and Candimangal Kavya, which were written between 15th to 18th centuries, the commercialization of these deities can be classified in different aspects. Firstly, the conduct of fares during the worship of these deities. Second, the presence of both deities in flok art and paintings. Third, the representation of different events to talk the Mangalkavya trough 'Palagaan', 'Jatra' etc. Forth, the commercialization of these two deities trough television programme, serials, cinema etc.

Discussion

গ্রামবাংলার দুই জনপ্রিয় লৌকিক দেবী 'মনসা' ও 'চণ্ডী'। 'ভয়' ও 'ভক্তি' উভয়কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা উপাসিত হন। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত, মঙ্গলকাব্যগুলির অন্যতম দুই শাখা 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উভয় দেবীর 'বাণিজ্যিকীকরণ' প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, দুই লৌকিক দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন, দ্বিতীয়ত, লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলায় মঙ্গলকাব্যের উভয় দেবীর অবস্থান, তৃতীয়ত, 'মঙ্গলকাব্যের' বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 'পালাগানের' আয়োজন, চতুর্থত, সাম্প্রতিক টেলিভিশনের বিভিন্ন ধারাবাহিক এবং চলচ্চিত্রেও মঙ্গলকাব্যের দুই দেবীর উপস্থাপন।

১

'মনসা' ও 'চণ্ডীপূজার' উদ্দেশ্যে মেলার আয়োজন : 'দেবী মাহাত্ম্যের' অন্তর্গত 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র এই 'সংমিশ্রিত' রূপকে কেন্দ্র করেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মেলা আয়োজিত হয়। অশোক মিত্র তার ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মেলার কথা আলোচনা করেছিলেন। এর মধ্যে ‘মনসা’র উদ্দেশ্যে মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত সাদুল্লাপুরে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে ‘দশহরার স্নান’ উপলক্ষে বহু প্রাচীন একটি মেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।^১ অনুসন্ধান থেকে বর্তমান সময়েও এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। মেলায় একদিকে যেমন রকমারি জিনিসের দোকান বসে, তেমনি আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় মনসার গানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও উক্ত জেলার কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত আমলাহার গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে মনসা ‘বুড়ীর’ উপলক্ষে আয়োজিত মেলার কথা জানা যায়।^২ মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতি দোকানের পাশাপাশি মনসামঙ্গল গানেরও আয়োজন করা হত। মালদহ জেলার তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভারেয়া গ্রামে ‘অষ্টনাগের’ মেলা,^৩ জলপাইগুড়ি থানার খারিজা বেরুবাড়ী গ্রামে চৈত্র মাসে ‘বিষহরি’র মেলা^৪, ধুপগুড়ি থানার পূর্ব মল্লিকপুর গ্রামের বিখ্যাত মনসাপূজার মেলা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জানা যায়।^৫ তবে, ১৯৬১ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে মেলাকেন্দ্রিক কোনোরকম পরিসংখ্যান না হওয়ায়, অনেকাংশে পূর্ববর্তী রিপোর্টের উপরই নির্ভর করতে হয়। সর্বোপরি ২০১৯ সালের পর থেকে অতিমারীর কারণে মালদা অঞ্চলের বার্ষিক ধর্মীয় মেলাগুলি প্রায় স্থগিত। তবে, বর্তমানে স্যোশাল মিডিয়া এবং ইউটিউবের দৌলতে, মালদা জেলায় বেহুলা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ২০২১ সালের ২২ শে মার্চ ‘বেহুলার মেলা’র কথা জানা যায়।^৬ মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে ভাদ্রমাসে ‘কালীয়াদমন উৎসবের’ মেলা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই জনপ্রিয়।^৭ উল্লেখিত জেলার বিনপুর থানার অন্তর্গত চিৎরাঙ্গা গ্রামে, প্রতি বছর আশ্বিন মাসে ‘মনসাপূজা’ উপলক্ষে আয়োজিত বিখ্যাত মেলার কথা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায়।^৮ এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মইশ্যা ও গোটেগেড়াতে জকপুর নামক স্থানে, প্রতিবছর চৈত্র মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে জাগ্রত মনসা মন্দিরকে কেন্দ্র করে ‘মনসা মেলা’ বসে।^৯ প্রায় ৭০ বছরের পুরনো এই ‘মনসা মেলা’কে ঘিরে বিভিন্ন লোকের সমাগম লোকদেবী ‘মনসা’র নৃতাত্ত্বিক রূপের বাণিজ্যিকীকরণের ধারণাকে দৃঢ় করে।^{১০} কারণ মেলায় রকমারি দোকান, মনিহারীর দোকান, খাবারের দোকান, শাঁখার দোকান, প্রভৃতি একশ্রেণীর মানুষদের অর্থনৈতিক চাহিদাকে পরিপূর্ণ করে।^{১১} বর্তমানে সময়কালে মহামারীর কারণে মেলার ওজ্জ্বল্য কিছুটা বিচ্যুত হলেও, স্থগিত হয়ে যায়নি। ২০২১ এর ৬ই এপ্রিল এই ‘মনসা মেলা’র পুনরায় আয়োজন করা হয়।^{১২} মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধুসড়াপাড়া গ্রামে আশ্বিন মাসে ‘পদ্মাদেবী’র বিসর্জন উপলক্ষে আয়োজিত জেলায় সর্বসম্প্রদায়ের নরনারীর সমাগম ঘটে।^{১৩} এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার অন্তর্গত ব্রহ্মোত্তর মানিক চক্ গ্রামে পৌষ মাসে সাতদিনব্যাপী বিখ্যাত একটি মেলার আয়োজন করা হয়।^{১৪} বর্তমানে সময়েও এই মেলা যথেষ্ট জনপ্রিয়। বরেন্দ্রা থানার অন্তর্গত বিকরহাটা গ্রামের ভাদ্র মাসের ‘মনসাপূজার’ মেলাও যথেষ্ট বিখ্যাত।^{১৫} নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত আনন্দবাস গ্রামে ‘দশহরার’ স্নান উপলক্ষে প্রাচীন একটি মেলা খুবই বিখ্যাত।^{১৬} ‘দশহরার স্নানের’ মেলা বর্তমান সময়েও খুব জনপ্রিয়। নদীয়ার পলাশীপাড়া থানার অন্তর্গত তেহট্ট মহকুমার, উজিরপুর গ্রামে দশহরায় ‘গঙ্গাপূজা’ উপলক্ষে একটি মেলা বসে।^{১৭} এই পূজায় গঙ্গা ও মনসা একত্রে উপাসিত হন।^{১৮} মৌখিক সূত্র অনুসারে ‘গঙ্গা’ ও ‘মনসা’ উভয় দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই মেলার আয়োজন করা হয়।^{১৯} এছাড়া নদীয়ার নাকাসীপাড়া থানার ব্রহ্মাণীতলা গ্রামে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ‘ব্রহ্মাণী মনসা’ পূজার মেলা^{২০} সংঘটিত হলেও, বর্তমান অতিমারীর সময়ে তা স্থগিত। হুগলি জেলাতেও ‘মনসা’র নৃতাত্ত্বিক রূপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের মেলা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত শেয়াপুর থানার ‘মনসা মেলা’,^{২১} পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত ভোঁপুর গ্রামের ‘মনসাপূজার মেলা’,^{২২} মগরা থানার অন্তর্গত হোয়েরা গ্রামে মনসার ঝাঁপান উপলক্ষে আয়োজিত ‘ঝাঁপান মেলা’,^{২৩} আরামবাগ থানার রসুলপুর গ্রামে আয়োজিত ‘জগতী মনসাপূজার’^{২৪} মেলা প্রভৃতি। এছাড়াও হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের অন্তর্গত ইনচুড়াতে, প্রায় আঠাশটি গ্রামের উদ্যোগে প্রতিবছর শ্রাবণমাসে উদযাপিত হয় বিখ্যাত ‘বিষহরি’ মেলা।^{২৫} ‘বিষহরি’ মেলা বর্তমান অতিমারীর সময়েও আয়োজিত হয়েছে।^{২৬} কেবলমাত্র হুগলী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেই নয়, নদীয়া, বর্ধমান, উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থান হতে ভক্ত সমাগম ঘটে। পূজার সময় ভক্তরা যে স্তুতি করেন তাকে ‘লাচাড়ি’ বলে। মনসাপূজো উপলক্ষে ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ‘সই পাতান’, একে ‘সয়লা’ উৎসব বলে। দুটি শোলার মালা একে অপরের গলায় পড়িয়ে সই পাতান। ছেলেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন হলে তাকে ‘স্যাগাত পাতান’, মেয়েদের মধ্যে হলে তাকে ‘সই’ বলে। এরপর উভয়ের মধ্যে একে ওপরের নাম ধরে ডাকে না। এই মেলার

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গ্রামের মানুষ মিলিতভাবে বাজনা সহযোগে নাচতে নাচতে গ্রাম পরিক্রমা করেন। এর নামও 'ঝাঁপান উৎসব', সেই সঙ্গে আবির্ভাবের খেলাও হয়। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেও 'মনসাপূজা'কে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ওন্দা থানার অন্তর্গত অমরপুর গ্রামে দশহরা তিথিতে প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন একটি মেলা বসে।^{১৭} এই মেলায় বিভিন্ন দোকান ছাড়াও আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।^{১৮} এছাড়াও গঙ্গাজালঘাট থানার অন্তর্গত লালপুর বড় গ্রামের 'মনসাপূজা'র মেলা,^{১৯} খাতরা থানার অন্তর্গত ঝাপানডিহি গ্রামের মনসাপূজার উপলক্ষে 'শ্রাবণ' মাসের মেলা,^{২০} হুঁদপুর থানার সাতামী গ্রামের 'মনসা' মেলা,^{২১} রাইপুর থানার পেঁচাকলা গ্রামে শ্রাবণ মাসে 'মনসাতলার' মেলা^{২২}, প্রভৃতি মেলাগুলি বাঁকুড়ার বিখ্যাত মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত 'ঝাঁপান মেলাও'^{২৩} বাঁকুড়া জেলায় প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি অনুসারে সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাফির মল্ল সর্বপ্রথম এই ঝাঁপান মেলার সূত্রপাত করেছিলেন।^{২৪} প্রতিবছর শ্রাবণ মাসে এই মেলার আয়োজন করা হয়। এমনকি ২০২১ সালেও বিষ্ণুপুরে এই 'ঝাঁপান মেলা' আয়োজিত হয়েছে।^{২৫} এছাড়া বিষ্ণুপুর থানার চাকদহ গ্রামেও এই মেলার আয়োজন করা হয়।^{২৬} এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বাঁকুড়া জেলার 'মনসাপূজা'র উপলক্ষে মেলাগুলি প্রধানত শ্রাবণ মাসে আয়োজন করা হয়। বীরভূম জেলার মেলাগুলি আবার সংঘটিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। সেখানে দুবরাজপুর থানার বিরোরী গ্রামে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।^{২৭} এছাড়া উল্লেখিত জেলার ইলামপুর থানার গঙ্গাপুর গ্রামে আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিন 'মনসাপূজা' উপলক্ষে একদিনের একটি মেলা বসে।^{২৮}

অনুরূপভাবে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চণ্ডীর উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেকক্ষেত্রে 'দুর্গাপূজা' বা 'কালীপূজা'র মেলাগুলিকে 'চণ্ডীপূজা'র মেলার সমগোত্রীয় হিসেবে অনুমান করা হয়। কিন্তু লোকদেবী হিসেবে চণ্ডীর স্বতন্ত্র পরিচিতি থাকায়, বর্তমান গবেষণায় 'চণ্ডী'র ভিন্ন ভিন্ন রূপের উদ্দেশ্যে আয়োজিত মেলাগুলির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মালদা জেলায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত গোহিলা গ্রামে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা ও গোহিলা চণ্ডীপূজা উপলক্ষে আয়োজিত বিখ্যাত মেলা 'গোহিলা চণ্ডীর' মেলা হিসেবে পরিচিত।^{২৯} আশ্বিন মাসে 'কমলাচণ্ডী পূজা'র মেলা বসে মালদা জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কমলাবাড়ী নামক গ্রামে।^{৩০} জনশ্রুতি অনুসারে এই মেলাটি প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন।^{৩১} 'মশান চণ্ডীপূজা'র মেলা উদ্‌যাপিত হয় উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলার আমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মশুগু গ্রামে।^{৩২} উল্লেখিত জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত উত্তর কলসুর গ্রামে আবার প্রতি বছর বৈশাখ মাসে 'ওলাইচণ্ডী' পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে।^{৩৩} 'ওলাইচণ্ডী' বা 'ওলেশ্বরী পূজা'র মেলা হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত আলিসাগড়িয়া গ্রামেও সংঘটিত হয়।^{৩৪} হুগলীতে এই মেলা বর্তমান সময়েও খুব জনপ্রিয়।^{৩৫} কলকাতার উপকণ্ঠবর্তী বড়িশায় বার্ষিক 'বড়িশা চণ্ডী'র মেলা বিখ্যাত।^{৩৬} এই মেলায় পুতুল নাচ, যাত্রা, কীর্তন, তর্জা এবং বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।^{৩৭} 'কমলেকামিনীপূজার মেলা'^{৩৮} উদ্‌যাপিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত সৌধগঞ্জ নামক গ্রামে। লৌকিক দেবী চণ্ডীর প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'কমলেকামিনী' রূপের সাথে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর উভয়েই সিংহল যাত্রাকালে দেবীর এই রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কমলেকামিনী' রূপের বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গটি এর মাধ্যমে খুব সহজেই অনুমান করা যায়। হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত মাকড়দহ গ্রামে 'মাকড়চণ্ডী'র পঞ্চমদোল উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।^{৩৯} এই মেলাটি প্রথম আরম্ভ হয় বাংলা ১২২৯ সালে।^{৪০} হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মেলাটি জনপ্রিয়।^{৪১} পুরুলিয়া জেলায় আবার 'খেলাই চণ্ডী' পূজার বার্ষিক মেলা বিখ্যাত।^{৪২} প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।^{৪৩} এই মেলায় প্রায় বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে একশোরও বেশী দোকান বসে।^{৪৪} 'খেলাই চণ্ডী' মেলার মতো পুরুলিয়ার 'বেরো চণ্ডী'র^{৪৫} মেলাও জনপ্রিয়। 'ঢেলাই চণ্ডী' মেলা বিখ্যাত নদীয়ার কৃষ্ণনগরে।^{৪৬} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'চণ্ডী'র এই রূপের মধ্যে 'মনসা' ও 'চণ্ডী' উভয় রূপেরই বিশেষত্ব বর্তমান।^{৪৭} জনশ্রুতি অনুসারে, এখানে 'মনসা'কে মাটির ঢেলা রূপে এবং 'চণ্ডী' ধ্যানে পূজা করা হয়।^{৪৮}

এখন প্রশ্ন হল, উপরিউক্ত আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে 'মনসা' ও 'চণ্ডী' পূজার মেলার বিবরণীর মাধ্যমে উভয় দেবী ও দুই মঙ্গলকাব্যের বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্বের উপস্থাপনা কিভাবে সম্ভব? মেলা প্রধানত বহুলোকের মিলনক্ষেত্র। মেলার অন্যতম লক্ষ্য আনন্দ প্রদান করা হলেও, এর একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত

রয়েছে। আনন্দ প্রদান করা যেহেতু এর প্রাথমিক লক্ষ্য, তাই এর মাধ্যমে সামাজিক প্রয়োজনকে অনুভব করা যায়। অপরদিকে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এই মেলাগুলি আয়োজিত হওয়ায় এর পিছনের ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে অনুমান করা যায়। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে ‘মেলা’গুলিতে জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনের দ্রব্য সামগ্রীর বিভিন্ন দোকানপাট বসে। অতএব বলা যায়, মেলাগুলির উপর অনেক মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন নির্ভর করে। অন্যদিকে আবার মেলাগুলিতে আমোদ-প্রমোদের জন্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ‘পালা গান’, ‘ভাসান গান’, ‘পটচিত্রের গান’ এবং ‘যাত্রাপালা’র আয়োজন করা হয়ে থাকে। এইসব অনুষ্ঠানে প্রধানত উপাসিত দেবীর উদ্দেশ্যেই শিল্পীরা ‘গান’ গুলি গেয়ে থাকেন। অতএব বলা যায়, শিল্পীদের গান ও যাত্রাপালার মাধ্যমে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র দেবীমাহাত্ম্য যেমন বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’র কাহিনীগুলিও লোকমুখে সঞ্চারিত হতে থাকে। এর মাধ্যমে ‘মেলা’কে মিলনক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করে উক্ত দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দোকান ও লোকগানের আয়োজন, অবশ্যই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় করে।

২

লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলায় ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র অবস্থান : গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলায় ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারিণী। লোকশিল্পে মনসা পূজার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা মূর্তি ব্যতিরেকে চালি, ঘট ও শোলার কারুকার্যবিশিষ্ট প্রতীক নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে মনসা যেহেতু মাটির মূর্তিতেও পূজিত, মৃৎশিল্পীদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও তাই এর উপর নির্ভরশীল। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যেই সাবেকী মূর্তি গড়ার পদ্ধতিতেই ‘মনসা মূর্তি’গুলি নির্মিত হয়।^{৬০} অনুরূপভাবে, ‘চণ্ডী’র বিভিন্ন মৃত্তিকামূর্তি, বিশেষতঃ ‘দুর্গামূর্তি’ মৃৎশিল্পীদের বার্ষিক আয়ের অন্যতম উৎস। লৌকিক দেবী ‘চণ্ডী’র সাথে ‘দুর্গা’র রূপের পার্থক্য থাকলেও ‘দেবীমাহাত্ম্যের’ অন্তরালে, ‘দুর্গা’ও চণ্ডী জ্ঞানে উপাসিত। প্রতিমা রূপে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র ধারণার বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গটি এর মাধ্যমে উত্থাপিত হয়। মনসা প্রতিমা ছাড়াও বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া ও সোনামুখি অঞ্চলের অপর একটি শিল্পকৃতি হল মনসার চালি বা মনসার মেড়।^{৬১} ‘চালি’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ‘চাল’ বা ‘চালচিত্র’ থেকে।^{৬২} তারাপদ সাঁতরা ‘মনসার চালি’ বলতে সর্পফণায়ুক্ত প্রতিমূর্তির সারিবদ্ধ অবস্থানকে উল্লেখ করেছেন।^{৬৩} চালিতে একাধিক ফণায়ুক্ত সর্পের সহাবস্থান ভয়াল রূপ দর্শিত হলেও, সেটির নান্দনিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। বাঁকুড়া জেলার কুম্ভকার সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশানুক্রমে ‘মনসা’র চালি নির্মাণ তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস।^{৬৪} তারাপদ সাঁতরার বক্তব্য অনুযায়ী বাঁকুড়ার এই কুম্ভকার পল্লী থেকে প্রচুর পরিমাণে ‘মনসার চালি’ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় রপ্তানি করা হয়।^{৬৫} অতএব, ‘মনসার চালি’কে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত একটি অন্যতম বাণিজ্যিক উপকরণ হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, চণ্ডীপূজা বেশীভাগ ক্ষেত্রেই শিলাখণ্ড, প্রাচীন প্রস্তর খোদিত মূর্তি, মৃত্তিকা মূর্তি এবং ধাতু মূর্তিতে সম্পন্ন হয়।^{৬৬} তাই চণ্ডীর ‘চালি’ বা ‘মেড়’ এর অবস্থান কোথাও লক্ষ্য করা যায় না।

মনসা ও চণ্ডীর ‘মূর্তি’ ও ‘চালির’ পাশাপাশি অপর একটি লোকশিল্প হল ‘ঘট’। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলগুলিতে ‘মনসা’ ঘটে পূজিত।^{৬৭} এই ঘটগুলি ‘মনসাবারি ঘট’ নামে পরিচিত।^{৬৮} এছাড়া ‘চণ্ডী’ পূজাতেও ঘট একটি মুখ্য পূজার সামগ্রী।^{৬৯} অনেকক্ষেত্রে প্রতিমা ব্যতিরেকে ‘ঘটে’ও দেবী চণ্ডী উপাসিত হন। অর্থাৎ ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’কে কেন্দ্র ঘটশিল্পীদের জীবনযাত্রা নির্বাহের বিষয়ে এর মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে। পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার টুংগইল-বিলপাড়ায় বিষহরির মূর্তি নির্মিত হয় শোলায়, তৈরি করে মালাকাররা।^{৭০} উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, ইত্যাদি অঞ্চলে শোলার মনসা বাড়ি ও মনসা পট দেখা যায়।^{৭১} শোলার পাতের উপর এই পট আঁকা হয়। কুচবিহারে শোলার ‘কাপ’ দিয়ে কাগজের ঘর করে মনসা বাড়ি, মনসা পট ইত্যাদি শব্দার সাথে রঞ্জিত হয়।^{৭২} শোলার কাগজের মতো সাদা যে পর্দা কাটা হয় ধারালো ছুরি দিয়ে তার নাম ‘কাপ’; আর ছুড়িটিকে ‘কাইত’ বলে।^{৭৩} এছাড়া উত্তরবঙ্গের শোলার মনসামূর্তি ও মনসা পট নির্মাণ করা হয়, যাকে ‘করগিয়া’ বলে।^{৭৪} শোলাশিল্পীরা বিষহরি মনসার ডোলা বা মৌরার উপর ‘মনসা’ ব্যতীত মৎস্য শিকাররত গোদা ও গোদানীর চিত্রও অঙ্কন করে।^{৭৫} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র ‘গোদা’। বেহুলার স্বর্গযাত্রার সময়কালে ‘গোদা’ তাকে নানাভাবে বিব্রত করে। এর কাহিনী ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের প্রায় প্রত্যেক সংস্করণেই বর্তমান। এইক্ষেত্রে মনসাকে কেন্দ্র করে শোলাশিল্পের মাধ্যমে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের ব্যাখ্যা, অবশ্যই উল্লেখিত কাব্যের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণকে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ‘চণ্ডী’র একটি রূপ ‘মাশান চণ্ডী’র উদ্দেশ্যে শোলায় তৈরী ‘মাশান’ নির্মাণ করা হয়।^{৭৫} এছাড়া দুর্গা মূর্তিতে শোলা বা ডাকের সাজ এই শিল্পের প্রধান আকর্ষণ। বর্ধমানে কাটোয়া, নদীয়া নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মহেশপুর, কলকাতার দমদম, কুমোরটুলি প্রভৃতি এলাকার মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা শোলা শিল্পের ধারক ও বাহক।^{৭৬} কেবলমাত্র প্রতিমার অলংকরণে নয়, পূজার আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্মাণেও শোলা শিল্প যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ‘চণ্ডী’ বা ‘দুর্গা’র সাজসজ্জার সাথে এই শিল্প যুক্ত থাকলেও, এর সাথে ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে, ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ দেবী যেহেতু প্রধান চরিত্র, তাই ‘চণ্ডী’ বা ‘দুর্গা’কে কেন্দ্র করে তার ডাকের সাজ অবশ্যই দেবীর সত্ত্বাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চালিত করে।

এর পরবর্তী লোকশিল্প হিসেবে আমরা ‘মুখোশ শিল্পের’ উল্লেখ করতে পারি। ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র পালাগান ও ছোঁনাচের উদ্দেশ্যে প্রধানত মুখোশগুলি তৈরি করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কাঠের তৈরি মুখোশগুলি ‘পরভা’ নামে পরিচিত।^{৭৭} পরবর্তীকালে এই মুখোশগুলির মধ্যে কাগজের মণ্ডের তৈরি মুখোশও সংযোজিত হয়। ‘পরভা’র অন্তর্গত হয় প্রধানত হলুদ দেহবর্ণ বিশিষ্ট ‘দশভুজা’, ‘অষ্টভুজা’ এবং ‘চতুর্ভুজা’ মুখোশ।^{৭৮} পুরুলিয়াতে আবার দুর্গা পালায় ব্যবহৃত মুখোশগুলি দেবীর সম্পূর্ণ পরিবারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়।^{৭৯} এখন প্রশ্ন হল - ‘দুর্গা’ পালার উদ্দেশ্যে নির্মিত মুখোশগুলি কিভাবে ‘চণ্ডী’র ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত? এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে যেহেতু দেবী চণ্ডী ‘দুর্গা’, ‘মহামায়া’ প্রভৃতি নামেও ভূষিত, লোকশিল্পে ‘চণ্ডী’র পরিপ্রেক্ষিতে তাই ‘দুর্গা’ পালার বিষয়ের সংযোজন করা যেতে পারে। এছাড়াও চণ্ডীমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল কাব্যে অনেক ক্ষেত্রে দেবী ‘চণ্ডী’ দুর্গা, মহামায়া, কালী প্রভৃতি নামেও পরিচিত। অর্থাৎ লোকশিল্পের জগতে ‘চণ্ডী’র বিভিন্ন রূপগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মালদহ জেলার ‘চণ্ডী’র মুখোশ বৈচিত্র্যময়।^{৮০} এক্ষেত্রে ‘চামুণ্ডা’, ‘মাশান চণ্ডী’, ‘বুড়ি চণ্ডী’ প্রভৃতি রং এবং আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে বহুবিচিত্র মুখোশ দেখতে পাওয়া যায়।^{৮১} উত্তর দিনাজপুর জেলার শিল্পীরা আবার হলুদ রঙের ‘চণ্ডী’র মুখোশ নির্মাণ করেন।^{৮২} মনসার মুখোশে আবার তিনটি এবং একটি ফণাযুক্ত সাপের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।^{৮৩} মনসার মুখোশ হলুদ এবং নীল রঙের হয়ে থাকে।^{৮৪} মঙ্গলকাব্যের পালাগান বা উভয় দেবীর স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এই মুখোশগুলি নির্মিত হয়। তবে, বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে মুখোশের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এর উপর নির্ভরশীল শিল্পীদের জীবন ব্যাহত হচ্ছে।

লোকশিল্পের মতো লোকচিত্রকলায়ও ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। লোকচিত্রকলার মধ্যে অন্যতম হল ‘পটচিত্র’। ‘পটচিত্র’ হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর পটুয়াদের আয়ের অন্যতম উৎস। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই প্রধানত এই পটচিত্রগুলি চিত্রিত হয়।^{৮৫} বিশেষতঃ ইসলাম আক্রমণের পর যেসব লৌকিক দেবদেবীর হিন্দু ধর্মের মূলস্রোতে আগমন ঘটে, তাদের উত্থানের কাহিনীই পটচিত্রগুলির অন্যতম উপজীব্য। মনসামঙ্গলের পটের ক্ষেত্রে একজন ‘নারী’কে সর্বপ্রথম দেবীরূপে চিত্রিত করা হয়ে থাকে।^{৮৬} এরপর তার ভয়ংকর রূপ, চন্দ্রধর বণিকের সাথে তার মর্যাদার লড়াই, লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু, বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষা এবং স্বর্গারোহণ করে নিজ স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি বিষয়গুলি জড়ানো পটচিত্রের মাধ্যমে ক্রমশ প্রকাশ হতে থাকে।^{৮৭} পটুয়ারা আবৃত্তির মতো একধরনের গান পাঠ করে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের কাহিনীগুলিকে বর্ণনা করেন। এই গান ‘পটচিত্রের গান’ নামেও পরিচিত।

“মনসা হে জগতগৌরী জয় বিষহরী

অষ্টম নাগের মাতা প্রণাম সুন্দরী।”^{৮৮}

উল্লেখিত পটচিত্রের গানের মাধ্যমে মনসার দৈবী সত্ত্বার প্রকাশ পাওয়া যায়। এইভাবে ক্রমশ পটের মাধ্যমে পটুয়ারা সম্পূর্ণ কাহিনীও বর্ণনা করেন। পটচিত্রে ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যেরও প্রকাশ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চণ্ডীমঙ্গলের পটে দেবী ‘চণ্ডী’ দুর্গা রূপে বিরাজমান। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে মণিমালা চিত্রকর নামে একজন পটশিল্পীর ‘চণ্ডীমঙ্গলের’ পটের বিবরণ পাওয়া যায়।

“দূর্গে দূর্গে তারা মা গো দুষ্ট বিনাশিনী,
দুর্জয় দখিনে নাম লগেন্দ্রনন্দিনী।
দশবাহু চণ্ডী মায়ের দশদিকে সাজে,
ত্রিনয়ন চলেছে মায়ের কপালেরই মাঝে।
লক্ষী বাম সরস্বতী কার্তিক গনেশ,
সিংহ সূর্যয় বিজয়া চলে মায়ের সনে।”^{৮৯}

পটচিত্রের গান অনুযায়ী, স্বতন্ত্র সত্ত্বা সম্পন্ন লৌকিক দেবী ‘চণ্ডী’ এখানে দুর্গা রূপেই বিরাজমান। দুর্গার মতোই সে দশভূজা। গানের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ কাল্টের বর্ণনা পাওয়া যায়। মণিমালা চিত্রকর সর্বপ্রথম চণ্ডীর দৈবীসত্ত্বার প্রচারের মাধ্যমে তার গানের সূচনা করলেও, ক্রমশ সে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ‘কালকেতু’ পর্বের অবতরণ করেন।

“হয়েছিল দয়া, ডালিমতলাতে রত্ন দিল দেখাইয়া।
ডালিমতলার রত্ন কালকেতু পেল,
কাটিয়া গুজরাটের বন নগর বসাল।”^{৯০}

উক্ত গানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ‘কালকেতু’র উপর দেবীর আশীর্বাদের কথা জানা যায়। আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাপ্ত রত্নের মাধ্যমে তার অরণ্য কেটে নগর উত্থানের বিষয়েও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মণিমালা চিত্রকর প্রধানত ‘কালকেতু’ পালার বর্ণনা করেছিলেন পটচিত্রের মাধ্যমে। বর্তমান সময়ে ইউটিবয়ের মাধ্যমে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ পটচিত্রের গানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এরফলে পটচিত্র এবং তার গানের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেলেও, স্যোশাল মিডিয়ার কারণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েনি। এমনকি দুর্গাপূজার মণ্ডপসজ্জায়ও ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ পট ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে মণ্ডপসজ্জার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে (কলকাতা) আদি লেক পল্লীর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্যাণ্ডেলের কথা বলা যায়, যেখানে থিমে পটচিত্র ও শিল্প সহাবস্থান করেছিল। এখানে অন্যান্য পটের সঙ্গে মণ্ডপসজ্জায় মনসাপটও দেখা যায়। এছাড়া যাদবপুর থানার অন্তর্গত কাটজুনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব ২০১৭ সালে মনসামঙ্গলের ‘পটচিত্রের’ থিম অনুসরণ করা হয়। এর মাধ্যমে পটচিত্রের মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বাণিজ্যিকীকরণের একটি দিক পরিস্ফুট হয়।

পটচিত্রের মতো মালি চিত্রকলাতেও মনসা এবং চণ্ডীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় মনসা পূজার সময় দুই ধরনের মালি চিত্রকলা নির্মাণ করা হয়।^{৯১} প্রথমটি হল চৌডোলা, এবং দ্বিতীয়টি হল ‘মণ্ডুস’।^{৯২} চামুণ্ডা বা চণ্ডীকে কেন্দ্র করেও মালি চিত্র অঙ্কন করা হয়। এছাড়া ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’কে ঘিরে আরও একধরনের চিত্রকলা রয়েছে, যাকে বলা হয় মেল্লী চিত্রকলা। এই চিত্রকলাগুলিতে মঙ্গলকাব্যের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও উভয় দেবীসত্ত্বার সাথে যোগসূত্র রয়েছে।

৩

পালাগান ও যাত্রায় মঙ্গলকাব্যের পরিপ্রেক্ষিত : ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র পালা মূলতঃ দেবীপালার অন্তর্গত। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় পালাগানগুলি রচিত হলেও, তার মধ্যে পালাগানের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল - ১) কাহিনী, ২) চরিত্র, ৩) সঙ্গীত, ৪) সংলাপ, ৫) দোহার, ৬) বাদ্য, ৭) মূল গায়কের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং ৮) মূল গায়কের ভূমিকা।^{৯৩} মনসার পালাগান বাঙালীর সমাজজীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। পালাগানের মাধ্যমে পালাগায়কগণ হিন্দু সমাজের রীতিনীতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। চব্বিশ পরগণা জেলার বেশীরভাগ পালাগান গীত হয় ক্ষেমানন্দের ‘মনসার ভাসান’ কাহিনী অবলম্বনে।^{৯৪} এক্ষেত্রে পালাগানের মধ্যে মনসার জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সনকার সাধভক্ষণ, বেহুলার স্বর্গারোহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণিত। মনসার পালাগান মূলত তিনটি প্রচলিত ধারায় পরিবেশিত হয়। প্রথমত, পালাগানের ধারা, দ্বিতীয়ত, রয়ানী ধারা এবং তৃতীয়ত, লোকনাট্যের ধারা।^{৯৫} প্রথম দুটি ধারা চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত। এছাড়া রয়ানী ধারাটি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত।^{৯৬} চব্বিশ পরগণা জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে এই রীতিতে মনসার

গান হয়।^{৯১} মনসার রয়ানী ধারা আবার ‘পাঁচালপালা’, ‘একক গান’, ‘ঘোষাগীতি’, ‘পাঠপালা’ এবং ‘লোকনাট্যের ধারা’, এই পাঁচটি শাখায় বিভক্ত।^{৯২} পাঁচালপালার ধারাটি ক্যানিং থানার অন্তর্গত মনসাপুকুর, বারাসাত, বারুইপুর থানার অন্তর্গত কুলবেড়ে প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত।^{৯৩} দ্বিতীয় ধারাটি উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাঁকুড়িয়া, খলিসাধী প্রভৃতি গ্রামে প্রচলিত।^{৯৪} এই অঞ্চলে বনমালী মণ্ডলের ঘোষাগানের জনপ্রিয় একটি দল রয়েছে।^{৯৫} এছাড়া বাকী তিনটি রীতিতেও অখণ্ড চব্বিশ পরগণায় মনসার ভাসান গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে দেবী চণ্ডীর উৎপত্তি হলেও, আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন লৌকিক নামকে কেন্দ্র করে ‘চণ্ডী’র পালা উপস্থাপিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল চব্বিশ পরগণা জেলার ‘হাড়িরবিচণ্ডী’র উদ্দেশ্যে আয়োজিত পালাগান। এই পালাগানে ‘হলুদবাণ’, ‘ধূলাবাণ’, ‘তেলপড়া’ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারিত হয়।^{৯৬} ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মাণিক দত্ত এবং মাধবাচার্যের কাব্যের উপর নির্ভর করেই চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পালাগান গাওয়া হয়।^{৯৭} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি ও শ্রীমন্তের মশান গানের উপর এই পালাগানগুলি রচিত হয়। বর্তমানে পালাগানগুলির অস্তিত্ব গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লেও, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে পালাগানের বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব হয়েছে।

8

বাংলা চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকে মঙ্গলকাব্যের উপস্থাপনা : মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপর নির্মিত বিখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকগুলি সঞ্চালিত হয় টেলিভিশন এবং প্রেক্ষাগৃহের মাধ্যমে। এর মধ্যে অন্যতম ১৯৭৭ সালে অভি ভট্টাচার্য ও চিত্রা সেন কর্তৃক পরিচালিত ‘বেহুলা লক্ষ্মীন্দর’। প্রধানত ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের ভিত্তিতে এই চলচ্চিত্র পরিচালিত হয়। সেইসূত্রে এই চলচ্চিত্রে দেবসভায় ‘মনসার’ দেবীত্বের দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে চন্দ্রধর বণিকের সাথে তার মর্যাদার লড়াই, লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু এবং বেহুলার সতীত্বের বলে নিজ স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা, প্রভৃতি বিষয়গুলি কাব্যের ধারায় অনুসৃত। তবে, এর মধ্যে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের অন্য কাহিনীগুলি, যেমনঃ হাসান-হোসেনের সাথে মনসার দ্বন্দ্ব, জালু-মালুর ধনপ্রাপ্তি, প্রভৃতি বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। প্রধানত মনসামঙ্গল কাব্যের ‘বণিক খণ্ড’ এবং ‘বেহুলার পরীক্ষা’কে কেন্দ্র করেই এই চলচ্চিত্র উপস্থাপিত হয়। বিজয় ভাস্করের পরিচালনায় ‘মনসা আমার মা’ নামক অপর চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে ৪ঠা আগস্ট। চলচ্চিত্রের কাহিনী অনুসারে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামের জনৈক গোমস্তা কন্যা ‘ঈশ্বরী’র সাথে, জমিদার পুত্র ‘রাজু’র বিবাহ, বিবাহ পরবর্তীকালে শ্বশুরগৃহে তার নিপীড়ন, স্বামীর অত্যাচার এবং মনসাদেবীর কৃপায় তার সকল সমস্যার সমাধানের উপর ভিত্তি করেই চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। ‘মনসামঙ্গলের’ প্রথাগত কাহিনীর উপর নির্ভর করে চলচ্চিত্রটি নির্মিত না হলেও, এর মাধ্যমে দেবী ‘মনসা’র মাহাত্ম্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। অর্থাৎ চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে ‘মনসা’র রূপের বাণিজ্যিক দিকটি অনুমান করা যায়। এছাড়া ‘মনসা’র নৃতাত্ত্বিক রূপকে কেন্দ্র অনেক তামিল চলচ্চিত্রকেও বাংলায় ভাষান্তরিত করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলি হল যথাক্রমে, ‘নাগকন্যা’, ‘সাপের মহিমা’, ‘শ্বেতনাগ’, ‘মনসাকন্যা’ প্রভৃতি। উল্লেখিত ভাষান্তরিত চলচ্চিত্রগুলির ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও, কাহিনীগুলির মাধ্যমে ‘মনসা’র দেবীমাহাত্ম্য জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ‘সর্প’ কাল্টের উপর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র হল ‘বাবা তারকনাথ’।^{৯৮} শিবের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হলেও, প্রধান নারী চরিত্র ‘সুধা’র স্বামীর সর্পদংশনে প্রাণনাশ, এবং স্বামীর জীবন প্রাপ্তির জন্য তার সংগ্রামকেও উল্লেখ করা হয়েছে।^{৯৯} এই চলচ্চিত্রও ‘মঙ্গলকাব্য’র আঙ্গিকে নির্মিত নয়। কিন্তু ‘সর্প’ কাল্ট এখানে স্থান পেয়েছে। ‘চণ্ডী’র ধারণার উপর কোনোরকম বাংলা চলচ্চিত্র না হলেও, কিছু তামিল চলচ্চিত্র বাংলায় ভাষান্তরিত করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল, ‘মা মঙ্গলা কালী’। এছাড়া ‘মা মঙ্গলচণ্ডী’ নামক একটি চিত্রনাট্য পরিবেশিত হয় ২০১৯ সালে। নাট্যাচার্য মোহন চ্যাটার্জীর পরিচালনায় ‘ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা’কে ভিত্তি করে এই চিত্রনাট্যটি সম্প্রচারিত হয়।

চলচ্চিত্র ও চিত্রনাট্য ব্যতিরেকে ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যকে নির্ভর করে বাংলা ধারাবাহিক টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত হয়। টেলিভিশনে কালার্স বাংলা নামক চ্যানেলে ২০১৮ সালে জানুয়ারি মাসে ‘মনসা’ নামক ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয়। প্রায় চারশো পর্বের এই ধারাবাহিকে মনসার দেবীত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন থেকে শুরু

করে, বেহুলার ‘সতী’ রূপে অবতীর্ণ হওয়ায় বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের বিষয়গুলিকে অতিরঞ্জিত করা হলেও, মূল কাব্য থেকে ধারাবাহিকটি বিচ্যুত হয়নি। অনুরূপভাবে, ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট দেবী ‘চণ্ডী’র মাহাত্ম্য প্রচারে কালার্স বাংলায় ‘মঙ্গলচণ্ডী’ ধারাবাহিকটি উপস্থাপিত হয়। ‘মঙ্গলচণ্ডী’ নামে ধারাবাহিকটি নির্মিত হলেও এর মাধ্যমে ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের ধারা অনুসৃত হয়।

‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য তথা ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ কাল্টের বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গটি উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে অনুমান করা যায়। প্রথমত, গ্রামবাংলায় উভয় দেবীকে ঘিরে যে মেলাগুলি আয়োজিত হয় তার সাথে ‘মঙ্গলকাব্যের’ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে, উল্লেখিত কাব্যগুলির মুখ্য চরিত্র রূপে যেহেতু দুই দেবী বিরাজমান, তাই মেলার মাধ্যমে এই দুই কাল্টের বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব। এছাড়া মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য অনেক সময় ‘পালাগান’, ‘যাত্রাপালা’ প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ কাব্যের সাথে মেলার যোগাযোগ না থাকলেও, মেলায় অনুষ্ঠিত পালাগান বা যাত্রাপালার শিল্পীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ মেলাগুলির উপর নির্ভর করে। লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলায় উভয় দেবীর অবস্থানকে উক্ত গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। মৃৎশিল্প, মুখোশশিল্প, শোলাশিল্প, পটচিত্র, মালি চিত্রকলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক মাধ্যমগুলির অন্যতম প্রেক্ষাপট ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’, বিশেষতঃ ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য। পালাগানগুলি গ্রামগঞ্জে মনোরঞ্জনের জনপ্রিয় মাধ্যম। পালাগানের গায়করা বংশপরম্পরায় ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যকে ভিত্তি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। অপরদিকে ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকগুলি দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হলেও, বিবিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটে। পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া তথা ইউটিউবে মনসা ও চণ্ডী কেন্দ্রিক বিভিন্ন মেলা, পটচিত্রের গান, পালাগান, যাত্রাপালা, চলচ্চিত্র প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। অর্থাৎ বলা যায়, লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন ধারাগুলি বর্তমান সময়ে ম্লান হয়ে গেলেও, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে তার জনমানসে সম্প্রসারিত হয়েছে। আর ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ উভয় দেবী এবং মঙ্গলকাব্যের বিষয়গুলি যেহেতু লোকসংস্কৃতির সাথে যুক্ত, তাই পরোক্ষভাবে এর মাধ্যমে উভয় দেবী ও কাব্যের বাণিজ্যিকীকরণও সম্ভব হয়েছে।

Reference:

১. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভলুম ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ১১
২. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৭
৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬
৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৫
৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮
৬. ‘Behula Mela at Malda (west bengal) near behula river’, Flimed March 22, 2021 in N. S. N. Passeur, West-Bengal, 9:57. <https://youtu.be/dLEZ1FoVdGE>
৭. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভলুম ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ৪৩৫
৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬০
৯. Sushanta. ‘MANASA MELA/ মনসা মেলা’ Flimed September 24, 2018 in Shree Ganapati Star Entertainment, Madpur & Jokpur, West-Bengal, 29:05. <https://youtu.be/U-tim91Va5M>
১০. *পূর্বোক্ত*
১১. *পূর্বোক্ত*

১২. Sushanta. Aaj (06.04.21) Madpur o Jakkpurer majhe 'Manasa Mela 2021' Flimed Apr 6, 2021 in Shree Ganapati Star Entertainment, Madpur, West-Bengal, 5:41. <https://youtu.be/J1kfRoY-VQ8>
১৩. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভল্যুন্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ১২
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩
১৭. বিশ্বাস, কৃষ্ণেন্দু, (গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), সমীক্ষকের নাম শিল্পা মণ্ডল, পলাশীপাড়া থানা, উজিরপুর গ্রাম, নদীয়া জেলা, আগস্ট ২০, ২০২১, দুপুর ২ ঘটিকা।
১৮. পূর্বোক্ত
১৯. পূর্বোক্ত
২০. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভল্যুন্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ২৬২
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪০
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৬
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
২৫. Prashanta, "Inchura Bishohari Mela 2019" Flimed August 16, 2019 in Abeg Abahon, West-Bengal, 13:51. https://youtu.be/N38BZ_HjYGo
২৬. পূর্বোক্ত
২৭. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, চতুর্থ খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুন্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ৫
২৮. পূর্বোক্ত
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫
৩৩. "Snake Goddess MANASA DEVI | The Snake Festival of Bishnupur | Nag Panchami | Rahu Ketu Peyarchi 2017" Flimed July 22, 2017 in Geethanjali-Travel Saga, Bishnupur, West-Bengal, 2:10. <https://youtu.be/TdVRdeBPQQ>
৩৪. পূর্বোক্ত
৩৫. 'Jhapan Utsav' Flimed June 25, 2021 in The Wanderer, Bishnupur, West-Bengal, 7:34. <https://youtu.be/R9hEHHXp-A>
৩৬. 'Village Snake Fair', Flimed August 15, 2021 in Indian Josh, Chakdaha, Bishnupur, West-Bengal, 3:51. <https://youtu.be/NdOSJMWMt5o>
৩৭. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভল্যুন্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ২৬৩
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩

৩৯. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ: ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভল্যুন্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ৫১
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫
৪১. পূর্বোক্ত
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
৪৪. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভল্যুন্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ৫৬৮
৪৫. Nandi, Arup, 'Olaichandi mayer puja o mela', Flimed March 15, 2020 in Arup Nandi, West-Bengal, 19:51. https://youtu.be/bYhZNFw_6xM
৪৬. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভল্যুন্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ১২৪
৪৭. মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ, 'বড়িশার চণ্ডীর মেলা', *বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৪১৪, পৃ. ১৫৫
৪৮. মিত্র, অশোক (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের জনগণনা, ১৯৬১, ভল্যুন্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃ. ৭২
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৯-৪৪০
৫০. পূর্বোক্ত
৫১. পূর্বোক্ত
৫২. 'Khelay Chandi Mela', Flimed January 30, 2014 in Dpmahanti Official, Purulia, West-Bengal, 3:40. <https://youtu.be/esbfscb3cXk>
৫৩. পূর্বোক্ত
৫৪. পূর্বোক্ত
৫৫. 'Bero Chandi Mela 2021', Flimed January 20, 2021 in Atma Vlog and Entertainment, Purulia, West-Bengal, 7:40. <https://youtu.be/jDCjp0WuwrQ>
৫৬. 'Dhelai Chondir Mela 2019', Flimed January 3, 2020 in Inspire Of Life, Nadia, West-Bengal, 9:40. <https://youtu.be/tX0bXgDveUE>
৫৭. পূর্বোক্ত
৫৮. পূর্বোক্ত
৫৯. সাঁতরা, তারাপদ, 'চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র', *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ২১
৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
৬১. পূর্বোক্ত
৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪
৬৩. পূর্বোক্ত
৬৪. পূর্বোক্ত
৬৫. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী 'চণ্ডী', *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি*, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৯০-২০৮

৬৬. সাঁতরা, তারাপদ, 'চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র', *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৬৪
৬৭. পূর্বোক্ত
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬
৬৯. বসু, শিবতপন 'লোকশিল্প', *পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতি*, পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য প্রদত্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ১৯৮১, পৃ. ৬৩-৬
৭০. পূর্বোক্ত
৭১. পূর্বোক্ত
৭২. পূর্বোক্ত
৭৩. পূর্বোক্ত
৭৪. পূর্বোক্ত
৭৫. পূর্বোক্ত
৭৬. সাঁতরা, তারাপদ, 'চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র', *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১২৬
৭৭. ঘোষ, দীপঙ্কর 'বর্ণময় বিচিত্রতা', *বাংলার মুখোশ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৭
৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৮
৮১. পূর্বোক্ত
৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৮৩. পূর্বোক্ত
৮৪. পূর্বোক্ত
৮৫. Chatterjee, Ratnabali "Representation of Gender in Folk Paintings of Bengal", *Social Scientist*, Mar. - Apr., 2000, Vol. 28, No. 3/4 (Mar. - Apr., 2000) : 7
৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৮৭. পূর্বোক্ত
৮৮. পূর্বোক্ত
৮৯. কলকাতা বইমেলায় ২০১৫ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারি 'মণিমালা' চিত্রকর নামক একজন পটশিল্পী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের গান পটের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।
৯০. পূর্বোক্ত
৯১. সাঁতরা, তারাপদ, 'চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র', *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৬
৯২. পূর্বোক্ত
৯৩. নক্ষর, দেবব্রত, 'দেবীপালা', *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ১৯৯৯, পৃ. ৮২
৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭
৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৯৭. পূর্বোক্ত

৯৮. পূর্বোক্ত

৯৯. পূর্বোক্ত

১০০. পূর্বোক্ত

১০১. পূর্বোক্ত

১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

১০৪. E. A. Morinis, 'Baba Taraknath' : A Case of Continuity and Development in the Folk Tradition of West Bengal, India, *Asian Folklore Studies*, 1982, Vol. 41, No. 1 (1982): 67-81

১০৫. পূর্বোক্ত